দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... AUG 1987

পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3

77

শিক্ষাঙ্গন

পাবনা আলীয়া মাদ্রাসা

পাবনা'র আলিয়া মাদ্রাসাটি ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা ছাড়াও বর্তমানে আরো নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। জেলা সদরের কেন্দ্রস্থলে অবিস্থত এই আলিয়া মাদ্রাসাটি উনিশ শ' উনিশ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনিশ'শ পঁয়ষট্টি সালে এখানে কামেল ক্লাস শুরু হয়। সময়ের ক্রম অনুযায়ী উনিশ শ' সাতাত্তর, উনআশি সালে মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক আলিম, ফাজিল বিজ্ঞান ক্লাস চালু করার জন্য মঞ্জুরি দেয়া হয়। সরকার বিজ্ঞান উন্নয়নভুক্ত করেন। এর পর থেকে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষাসমূহে এই মাদ্রাসা'র ছাত্ররা কৃতিত্বের সাথে সুনাম অর্জন করে আসছে। এখান থেকে উচ্চতর পরীক্ষা পাস করার পর ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৭৯ সালে পাবনা'র আলিয়া মাদ্রাসাটি সরকারী করার ঘোষণা দেয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে এই মাদ্রাসাটি সরকারীকরণের যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হলেও কোন অজ্ঞাত কারণে তা থেমে যায়। বর্তমানে এই মাদ্রাসা'র ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১৩'শ। কিন্তু তাদের জন্য পৃথক কোন ছাত্রাবাসেব ব্যবস্থা নেই। প্রায় ২ শতাধিক ছাত্র আবাসিক সংকটের কারণে ২টি ক্লাসরুমে অবস্থান করতে বাধ্য হচ্ছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা'র ক্লাসরুম ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। শ্রেণীকক্ষের অভাবে মাদ্রাসা'র বারান্দায় ও মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদের বারান্দায় ২ শিফটে ছাত্রদের ক্লাস করতে হচ্ছে।

মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা'র সম্প্রসারণকল্পে জেলা পর্যায়ের [illegible] অন্যান্য উপজেলা পর্যায়ের [illegible]লো সরকারীকরণের মধ্য দি[illegible] এই সমস্যাসমূহের সমাধান করা [illegible] পারে বলে অভিজ্ঞমহল মত প্রকাশ করেছেন।

—সুবহানী বাবু।

মোগড়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়

নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার ৫৫ নং মোগড়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগত ১৯৭৯ সালে এই স্কুলটিকে সরকারীকরণ করা হয়। বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এক হাজারের উপরে। শিক্ষাদানের জন্য আসবাবপত্রের তীব্র অভাব রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা কম। বর্তমানে ৮ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছেন। উপজেলায় ৮০টি স্কুল আছে। তন্মধ্যে এই স্কুলটি শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে। স্কুলের ৩৩ শতাংশ জমি আছে। ৭ শতাংশ পতিত আছে। এখানে ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় স্থান সংকুলান হয় না। তাই স্কুলটিতে দু'টি শিফট চালু করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ পর্যন্ত ১৯৭৯ সাল থেকে মোট ২১ জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। তার মধ্যে ৫ জন টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে। কোন বছর এ স্কুল থেকে বৃত্তি লাভে ব্যর্থ হয়নি। ১৯৮২ সালে ৬ জন বৃত্তি লাভ করেছিল। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। স্কুলে ১টি টিউবওয়েল থাকলেও তা অকেজো হয়ে আছে। এখানে টয়লেট নেই। ফলে ছাত্রদের বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কাজেই এই স্কুলটিকে আপগ্রেড করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

—শেখ মাছউদুর রহমান।